আমিরুল মু'মিনিন খালিফাতুল মুসলিমিন
শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদী
(হাফিদাহুল্লাহ)
এর বক্তব্য

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا

-ইনফিরু খিফাফান ওয়া সিক্বালান-

আমিরুল মু'মিনিন খালিফাতুল মুসলিমিন

শায়খ আবু বকর আল হুসাইনী আল কুরাইশী আল বাগদাদী (হাফিদাহুল্লাহ)

এর বক্তব্য

-ইনফিরু খিফাফান ওয়া সিক্বালা-

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

নিশ্চয়ই, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য কামনা করি এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা কুপ্রবৃত্তি এবং আমাদের মন্দ কাজসমূহ থেকে পানাহ চাই। যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; আর যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন কেউ তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাঁর কোন শরিক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা এবং রাসূল। অতঃপর,

আল্লাহ (ﷻ) বলেন, {তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। }[আল বাকারাহ:২১৬]

এবং তিনি (ﷻ) বলেন, {কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপূণ্য দান করব। } [আন নিসা:৭৪]

এবং তিনি (ﷻ) বলেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।}[আত তাওবাহ:৩৮-৩৯]

এবং তিনি (ﷻ) বলেন, {যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। }[মুহাম্মাদ:৪-৬]

হে মুসলিমগণ! যারা আল্লাহকে নিজেদের রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) কে নিজেদের নবী হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট... যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- এর শাহাদত প্রদান করেন... (তাহলে জেনে রাখুন) আমল ছাড়া শুধু বক্তব্য আপনাদের কোন উপকারে আসবে না, কারণ আমল ছাড়া কোন ঈমান নেই।

অতঃপর যে বলে, “আল্লাহ আমার রব,” -যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে- তাহলে তার উপর ওয়াজিব হলো আল্লাহ (ﷻ)-কে মান্য করা যিনি যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন, যার মানে, যারা তাঁর উপর ঈমান আনে তাদের উপর তা করা ফরয করেছেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন, যারা তাকে মান্য করবে তাদের পুরুস্কারের ওয়াদা করেছেন এবং যারা তাকে অমান্য করে তাদের ভয় প্রদর্শন করেছেন।

এবং যে বলে, “আমার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)” -যদি সে তার দাবির উপর সত্যবাদী হয়ে থাকে- তাহলে তার উপর ওয়াজিব হল তাঁর (ﷺ) উদাহরণ অনুসরণ করা। এবং তিনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি বলেছিন, “আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! মুসলমানদের ওপর যদি এটা কঠিন না হতো তবে যে সেনাদলটি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনো পেছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা স্বচ্ছল হতে পেরেছি যার ফলে সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি আর না মুসলমানদের এতটা স্বচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পিছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাব। আর সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যাব, তারপর আবার লড়াই করে শহীদ হয়ে যাব।”

অতঃপর, হে মুসলিম, আপনার রবের আদেশের ব্যাপারে কোথায় আপনার অবস্থান, যিনি একটি আয়াতে আপনাকে সিয়ামের আদেশ দিয়েছেন এবং জিহাদের আদেশ দিয়েছেন অসংখ্য আয়াতে? আপনার নবী (ﷺ) এর ব্যাপারে কোথায় আপনার অবস্থান, যাকে অনুসরণের দাবি আপনি করেন, যিনি তাঁর পুরো জীবন আল্লাহর রাহে একজন মুজাহিদ হিসেবে কাটিয়েছেন এবং তাঁর (আল্লাহর) দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে গেছেন? যুদ্ধের ময়দানে তাঁর দাঁত মোবারক পড়ে যায়, তাঁর কপাল মোবারক আহত হয়, তাঁর লৌহবর্মের দুটো রিং তাঁর গাল মোবারক কেটে দেয়, মাথায় পরিহিত অবস্থায় তাঁর হেলমেট ভেঙ্গে যায় এবং তার চেহারা মোবারক বেয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। আমার বাবা-মা, আমি নিজে এবং সমগ্র মানবজাতি তাঁর জন্য কুরবান হোক।

হে মুসলিম! যিনি আল্লাহ (ﷻ)-কে ভালবাসার দাবি করেন এবং তাঁর নবী (ﷺ)-কে ভালবাসার দাবি করেন... যদি আপনি আপনার দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রিয় (রবে)'র আদেশ মান্য করুন এবং আল্লাহর রাহে লড়াই করুন, আপনার প্রিয় (নবী)'র অনুসরণ করুন এবং আল্লাহর রাহে একজন মুজাহিদ না হয়ে মৃত্যু বরণ করবেন না। { আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের

পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে, তারা আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? তাদের ফয়সালা খুবই মন্দ। যে আল্লাহর সাক্ষাত কামনা করে, আল্লাহর সেই নির্ধারিত কাল অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। }[আল আনকাবুত:১-৬] {তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। }[আত তাওবাহ:৪১]

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয়ই, আল্লাহর (ﷻ) পথ হচ্ছে হক আর বাতিলের মধ্যে সংঘর্ষের পথ যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। {আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। }[আল আহযাব:৬২]

এবং নিশ্চয়ই, আল্লাহ (ﷻ) ভালো থেকে মন্দকে, মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদীকে এবং ইমানদার থেকে মুনাফিককে পৃথক করার উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদের এই সংঘাত দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। {আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে প্রকাশ করি এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি। }[আল মুহাম্মাদ:৩১]

নিশ্চয়ই, আপনার রব আপনার উপর জিহাকে ফরয করেছেন এবং তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার আদেশ দিয়েছেন যাতে তিনি আপনার গুনাহসমূহ মাফ করেন, আপনার (জান্নাতের) দরজা উঁচু করেন, আপনাকে শহীদদের মধ্যে গণ্য করেন, মুমিনদের পাক-সাফ করেন এবং কাফেরদের ধ্বংস করেন। অন্যথায়, অপরের উপর জয় লাভ করতে তিনি নিজেই যথেষ্ট। কিন্তু, তা আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য। {এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাফেরদেরকে ধবংস করে দিতে চান। তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল। }[আল ইমরান: ১৪০-১৪২]

হে মুসলিমগণ! যেই মনে করুক না কেন যে ইহুদী, খ্রিস্টান আর কাফেরদের সাথে মীমাংসা করা তার সামর্থ্যের ভিতরে এবং তারাও তার সাথে মীমাংসা করবে, যাতে সে তাদের সাথে তার দ্বীন এবং তাওহীদ অক্ষত রেখে সহাবস্থানে থাকে এবং তারাও তার সাথে সহাবস্থানে থাকে, তাহলে সে তার রবের (ﷻ) পরিষ্কার বাণীকে আড়াল করলো, তিনি বলেন, {ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।}[আল বাকারাহ:১২০] {বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। }[আল

বাকারাহ:২১৭] {আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ ভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।}[আল বাকারাহ:১০৫]

অতঃপর, এই হচ্ছে মুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে কাফেরদের অবস্থান, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।{ এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। }[ফাতির:৪৩]

নিশ্চয়ই, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ, হিজরাহ এবং জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, “হিজরাহ বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না তাওবাহ (কবুল করা) বন্ধ হয়ে যায় আর তাওবাহ (কবুল করা) বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়।” তিনি (ﷺ) আরও বলেন, “ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত খায়ের -আজর (সাওয়াব) এবং গণিমত- আছে।” তিনি (ﷺ) আরও বলেন, “কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে হযরত ঈসা -আলাইহি সালাম- অবতরণ করবেন । মুসলমানদের আমীর বলবেন, আসুন । সালাতে আমাদের ইমামত করুন! উত্তর দিবেনঃ না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম হবেন। এ হলো আল্লাহ প্রদত্ত এ উম্মাতের জন্য সমান ।”

হে মুসলিমগণ! আপনারা কি মনে করেন, আমরা যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি তা দাওলাতুল ইসলামের একার যুদ্ধ, এটা সকল মুসলিমের যুদ্ধ। এটা সকল জায়গার সকল মুসলিমের যুদ্ধ, দাওলাতুল ইসলাম শুধু এই যুদ্ধের পুরোধা মাত্র। এইটা কাফেরদের সথে ইমানদারদরে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই না, অতঃপর হে মুসলিমগণ, নিজেদের যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। সবত্র এগিয়ে যান, কারণ এটা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয, যে ব্যাপারে সে আল্লাহর সামনে জিজ্ঞাসিত হবে। আর যারাই পিছনে থেকে যাবে বা পলায়ন করবে, আল্লাহ (ﷻ) তার উপর ক্রোধান্বিত হবেন এবং তাকে কঠিন আজাব দ্বারা শাস্তি প্রদান করবেন। { হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। }[আল আনফাল: ১৫-১৬] { যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না } [আত তাওবাহ:৩৯] { যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে বে-পরওয়া। }[আল আনকাবুত:৬]

অতঃপর, যে মুসলিমের দাওলাতুল ইসলামে হিজরাহ করার অথবা তার নিজের দেশে একটি অস্ত্র বহনের সামর্থ্য আছে, তাদের জন্য কোন ওজর নেই, কারণ আল্লাহ (ﷻ) তাকে হিজরাহ এবং জিহাদ করার আদেশ দিয়েছেন এবং যুদ্ধ করাকে তার উপর ফরয করেছেন।

এবং আমরা সকল জায়গার সকল মুসলিমকে দাওলাতুল ইসলামে হিজরত করার অথবা তার নিজের দেশে -যেখানেই সে থাকুক না কেন সেখানেই- যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করছি। এবং আপনারা মনে করবেন না, আমরা দুর্বলতা অথবা আমাদের অসামর্থ্যের কারণে আপনাদের আহ্বান করছি, আল্লাহর করুণায় আমরা শক্তিশালী, আল্লাহর মেহেরবানীর দ্বারা আমরা শক্তিশালী, আমরা শক্তিশালী তাঁর উপর ঈমানের দ্বারা, তাঁর সাহায্য কামনা, তাঁর কাছে পানাহ চাওয়া, কোন শরিক ছাড়া শুধু তাঁর উপরই ভরসা এবং তাঁর প্রতি আমাদের শুভ প্রত্যাশার দ্বারা। কারণ এ যুদ্ধ রহমানের মিত্র এবং শয়তানের মিত্রদের মধ্যকার যুদ্ধ এবং আল্লাহ (ﷻ) তাঁর সৈনিকদের সাহায্য করবেন, তাঁর বান্দাদের কর্তৃত্ব দান করবেন এবং তাঁর দ্বীনের হেফাজত করবেন, যদিও জয়-পরাজয়ের দিনসমূহ পালাক্রমে আসে, যদি যুদ্ধ প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয় এবং দুই পক্ষেই আঘাত হানে। আমরা আপনাদের আমাদের দুর্বলতা বা অসামর্থ্যের দরুন আহ্বান করছি না, হে মুসলিমগণ। আমরা আপনাদের প্রতি আমাদের উপদেশ, ভালবাসা এবং সমবেদনা থেকে আপনাদের এই আহ্বান করছি। আমরা আপনাদের মনে করিয়ে দেই এবং আপনাদের আহ্বান

করি যাতে আপনারা আল্লাহর ক্রোধ, আজাব আর শাস্তির শিকার না হন, যাতে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদরা যে কল্যাণ লাভ করছেন তা থেকে যাতে আপনারা বঞ্চিত না হন। এই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের মাঝে আছে, গুনাহ হতে মুক্তি, সাওয়াব হাসিল, (জান্নাতে) দরজা বৃদ্ধি, আল্লাহ (ﷻ)-এর নৈকট্য লাভ এবং নবী-রাসূল, সিদ্দিকিন, শুহাদাহ ও নেককারদের (জান্নাতে) সাহচার্য লাভ। আমরা আপনাদের আহ্বান করি যাতে আপনারা অপমান, অবমাননা, মর্যাদহানী, দীনতা, ক্ষতি, অভাব আর দারিদ্রের জীবন ত্যাগ করে প্রবেশ করেন, সম্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব, সমৃদ্ধি আর আরেকটি বিষয়ের দিকে যা আপনি পছন্দ করেন- আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় আর নিকটবর্তী নুসরত।

হে মুসলিমগণ, ইসলাম কখনো একদিনের জন্যও (তথাকথিত) শান্তির ধর্ম ছিলো না। ইসলাম যুদ্ধের ধর্ম। আপনাদের নবী (ﷺ) তরবারী সহকারে সৃষ্টিকূলের জন্য রহমত হিসেবে অবতরণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত ছিলেন, যতক্ষণ না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি (ﷺ) তাঁর কওমের মুশরিকদের বলেন, “আমি তোমাদের জবাই করতে এসেছি।” তিনি সাদা-কালো আরব-আজম নির্বিশেষে সবার সাথে যুদ্ধ করেছেন। তিনি নিজে অসংখ্য আক্রমনাত্মক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য রক্ষনাত্মক যুদ্ধে জড়িত হন। তিনি কখনো একদিনের জন্যও যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত হন নি। তিনি (ﷺ) উসামাহ

(রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুদ্ধাভিযান প্রস্তুত করারত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এবং তাঁর (ﷺ) সর্বশেষ নির্দেশ ছিলো, "উসামাহকে যুদ্ধভিযানে প্রেরণ করো।"

তাঁর সাহাবী এবং তাদের সাথীরাও তাই করে গেছেন। তাঁরা যুদ্ধকে নমনীয় বা ত্যাগ করেন নি, যতক্ষণ না তারা পৃথিবী অধিকার করে নেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম দখল করে নেন, জাতি সমূহ তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, ভূমি সমূহ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাদের তরবারীর ধার দ্বারা করতলগত হয়। একইভাবে, বিচার দিবস পর্যন্ত যারাই তাদের অনুসরণ করবে তাদের অবস্থা একই হবে। আমাদের নবী (ﷺ) আমাদের আখেরী জামানায় মালাহিমের কথা জানিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং ওয়াদা করেছেন যে এই যুদ্ধ সমূহে আমরাই বিজয়ী হবো। তিনি হচ্ছে সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত, সালাত ও সালাম তাঁর প্রতি। আজ আমরা ঐ মালাহিমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি এবং তার সাথে বিজয়ের আভাস পাচ্ছি।

এবং যদি আজ ক্রুসেডাররা দাবি করে যে তারা সাধারণ মুসলিমদের লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে এড়িয়ে চলছে এবং তাদের মধ্য থেকে শুধু সশস্ত্র যোদ্ধদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর মধ্যে তারা সীমাবদ্ধ আছে, তাহলে শীঘ্রই আপনারা তাদের প্রতিটি জায়গায় সকল মুসলিমকে লক্ষ্যবস্তু বানাতে দেখবেন। যদি ক্রুসেডাররা ক্রসের ভূমিতে তাদের মাঝে বাসবাসকারী মুসলিমদের তদারকি করে, গ্রেফতার করে

এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আশংকা অনুভব করে, তাহলে শীঘ্রই তারা তাদের স্থানচ্যুত করবে, তাদের সরিয়ে নেবে মৃত, কারাবন্দী অথবা গৃহহীন অবস্থায়। তারা কাউকে ছেড়ে দেবে না, শুধু তাদের ছাড়া যারা তাদের দ্বীন ত্যাগ করে এবং তাদের (ক্রুসেডারদের) দ্বীন অনুসরণ করে। অতঃপর আপনারা স্মরন করবেন আমি আপনাদের যা বলেছিলাম, এবং আমি আমার যাবতীয় বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করি।

হে মুসলিমগণ, ইহুদীরা আর খ্রিস্টানরা এবং অন্যান্য সকল কাফেররা আপনাদের সন্তুষ্ট হবে না, না আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ত্যাগ করবে, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করেন এবং নিজের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যান। এটা হচ্ছে আপনাদের রবের (ﷻ) কালাম এবং আপনাদের সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত নবী (ﷺ), এর ভবিষ্যত বাণী। আমেরিকা এবং ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদাহ, ধর্মনিরপেক্ষ, নাস্তিক এবং মুরতাদদের মধ্য থেকে তার মিত্ররা দাবি করে যে, তাদের জোট এবং যুদ্ধ হল দুর্বল আর মজলুমদের সাহায্য করার জন্যে, দরিদ্রদের সেবা করা, আক্রান্তদের কষ্ট লাঘব করা, দাসদের মুক্ত করার জন্য, নিরপরাধ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষদের রক্ষা করার জন্যে এবং তাদের রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে। তারাও দাবি করে যে তারা সত্য, কল্যাণ এবং ন্যায়ের পক্ষে, মিথ্যা, অশুভ এবং জুলুমের বিরুদ্ধে, মুসলিমদের পক্ষে! বরং, তারা ইসলাম এবং মুসলিমদের সুরক্ষা দেয়ার

দাবি করে! নিশ্চয়ই, তারা মিথ্যা বলে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) সত্য বলেছেন।

হে মুসলিমগণ, মুরতাদ জালেম শাসকরা যারা হারামাইন শরীফ (মক্কা আর মদিনা), ইয়েমেন, শাম, ইরাক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, খোরাসান, কাওকাজ, ভারতীয় উপমহাদেশ (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অন্যান্য উপমহাদেশীয় ভূমি সমূহ), আফ্রিকা এবং অন্যান্য জায়গায় শাসন করে, তারা ইহুদী আর ক্রুসেডারদের মিত্র। বরং, তারা তাদের দাস, গোলাম এবং পাহারাদার কুকুর ছাড়া আর কিছুই না। যে সৈন্য তারা প্রস্তুত করে, অস্ত্র সরবরাহ করে এবং যাদের ইহুদী ক্রুসেডাররা প্রশিক্ষণ প্রদান করে, তারা তা করে শুধু আপনাদের ধ্বংস করার জন্য, দুর্বল করার জন্য, আপনাদের ইহুদী-ক্রুসেডারদের দাস বানানোর জন্য, আপনাদেরকে আপনাদের দ্বীন এবং আল্লাহর পথ থেকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য, আপনাদের ভূমির কল্যাণ চুরি করার জন্য এবং আপনাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য। এই বাস্তবতা ভর-দুপুরে সূর্যের আলোর মতো পরিষ্কার। কেউ তা অস্বীকার করে না, একমাত্র তারা ছাড়া, যাদের আলোকে আল্লাহ মুছে দিয়েছেন, যাদের দৃষ্টিকে আল্লাহ অন্ধ করেছেন এবং যাদের হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে কোথায় আরব উপদ্বীপের শাসকদের যুদ্ধ-বিমানগুলো, যারা রাসূল (ﷺ)-এর ইসরার গন্তব্যস্থলকে অসম্মানিত করেছে, যারা ফিলিস্তিনের

মুসলমানদের প্রতিদিন জগন্যতম আজাব দ্বারা আক্রান্ত করেছে? কোথায় আল সালুলের সহযোগীরা এবং তাদের মিত্ররা, লক্ষ লক্ষ দুর্বল মুসলিমদের জন্য, যাদের নির্বিচারে সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে? কোথায় তাদের বীর-যুদ্ধারা (!!!), নুসাইরিদের ব্যারেল বোমা এবং তাদের কামানের বিরুদ্ধে, যা মুসলিমদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে হালাব, ইদলিব, হামা, হোমস, দামেস্ক এবং অন্যান্য জায়গার নারী, শিশু এবং দুর্বলদের মধ্য থেকে তার পরিবারের মাথার উপর বর্ষিত হয়? কোথায় আরব উপদ্বীপের শাসকদের আত্মমর্যাদা শাম, ইরাক আর অন্যান্য মুসলিম ভূমির পবিত্র নারীদের প্রতি যারা প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে? কোথায় মক্কা ও মদিনার শাসকদের সাহায্য চীন আর ভারতের মুসলিমদের প্রতি, যাদের বিরুদ্ধে হিন্দুরা খুন, ধর্ষণ, আগুনে পুড়ানো, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন, লুটতরাজ এবং কারারুদ্ধ করার মতো জগন্যতম অপরাধ সংঘটিত করছে? কোথায় তাদের সাহায্য ইন্দোনেশিয়া, কাওকাজ, আফ্রিকা, খোরাসান এবং অন্যান্য ভূমির প্রতি? আরব উপদ্বীপের শাসকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে, তারা পমানিত হয়েছে এবং তারা তাদের তথাকথিত “বৈধতা” হারিয়েছে। এমনকি সাধারণ মুসলিমদের কাছেও তাদের বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতঃপর ইহুদী আর ক্রুসেডারদের মধ্য থেকে তাদের মালিকদের তাদের দরকার ফুরিয়েছে। অতঃপর তাদের মালিকরা সাফাওয়ি রাফিদা আর কুর্দি নাস্তিকদের তাদের স্থানে স্থলাভিষিক্ত করতে শুরু করেছে।

যখন আল সালুলরা তাদের প্রভূদের তাদের ত্যাগ করা, জীর্ণ জুতার মতো ছুড়ে ফেলা দেয়া এবং তাদের জায়গায় অন্যদের স্থলাভিষিক্ত করাকে উপলব্ধি করেছে,

তখনই তারা ইয়েমেনের রাফিদাদের বিরুদ্ধে তাদের লোক দেখানো যুদ্ধ শুরু করেছে। এবং এটা কোন শক্তিশালী ঝড় নয়, বরং এটা হচ্ছে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যাক্তির শেষ ঝটকা ইনশাআল্লাহ, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে যা ছটফট করছে মাত্র।

ক্রুসেডারদের সেবাদাস এবং ইহুদীদের মিত্র আল সালুল চায় না যে, মুসলিমদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে কল্যাণ বর্ষিত হোক। তারা পৃথিবী ব্যাপী এবং বিশেষ করে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের দুর্দশার প্রতি উদাসীন থেকে কয়েক দশক ক্ষমতায় থেকেছে। তারপর কয়েক বছর আহলুস সুন্নাহ'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরাকের রাফিদাদের সাথে জোটবদ্ধ থেকেছে। অতঃপর, তারা শামে বছরের পর বছর ব্যারেল বোমায় মৃত্যু আর ধ্বংস অবলোকন করেছে, নুসাইরিদের হাতে মুসলিমদের হত্যা, কারাবাস, জবাই, আগুনে ঝলসে যাওয়া, ইজ্জত লুণ্ঠন, ধন-সম্পদ লুট, বাড়িঘর ধ্বংস হতে দেখে তারা আনন্দিত হয়েছে।

তারা আজ ইয়েমেনে রাফিদাদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ'র অনুসারীদের রক্ষার দাবি করছে! বরং তারা মিথ্যা বলেছে, ব্যর্থ এবং পরাজিত হয়েছে। তাদের যুদ্ধ, ইহুদী আর ক্রুসেডার প্রভূদের কাছে তাদের তাবেদারী প্রমাণ করা ছাড়া আর কিছুই না। এটা মুসলিমদের দাওলাতুল ইসলাম থেকে ফিরানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা, যার কণ্ঠস্বর সর্বত্র উচ্চকিত এবং যার বাস্তবতা সব মুসলিমদের নিকট আজ পরিষ্কার। যার ফলে, মুসলিমগণ দলে দলে দাওলাহ'তে যোগ দান করছে। রাফিদাদের আগুনে তাদের সিংহাসন প্রজ্বলন এবং আরব উপদ্বীপে আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের

দিকে রাফিদাদের অগ্রসরের কারণে আল সালুলের ঝড় বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়, যার কারণে আরব উপদ্বীপের মুসলিমরা দাওলাতুল ইসলামের দিকে ঝুকে পড়ছে, কারণ রাফিদাদের বিরুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামই তাদের প্রতিরক্ষা করে। এই চিন্তা আল সালুল এবং আরব উপদ্বীপের অন্যান্য শাসকদের ভীত বিহ্বল করে এবং তাদের সিংহাসন প্রকম্পিত করে।

এটাই হলো তাদের তথাকথিত ঝড়ের গূঢ় কারণ এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাই হবে তাদের ধ্বংস। আল্লাহর মেহেরবানীতে আলে সালুলের আশু সমাপ্তি আসন্ন, কারণ আরব উপদ্বীপের শাসকরা যুদ্ধ করার লোক নয় এবং তাদের সেই ধৈর্য্যও নেই। বরং তারা হলে সেসকল ব্যক্তি যারা বিলাসিতা, মাত্রাতিরিক্ত অপচয়, নেশা, বেশ্যাবৃত্তি, নাচ-গান আর উৎসবে মত্ত থাকে। ক্রুসেডার ও ইহুদীদের প্রতিরক্ষার উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং তাদের লাঞ্ছনা, দুর্দশা ও দাসত্বের সুধা পান করেছে।

হে সর্বত্র থাকা মুসলিমগণ, এখনও কি যুদ্ধের বাস্তবতা, হক্ব ও কুফরের বাতিল অনুধাবনের সময় আপনাদের জন্য আসে নি? আপনার দেশের শাসকরা কোন সারিতে কাজ করছে আর কোন শিবিরে তার অবস্থান তা যাচাই করে দেখুন। হে আহলুস সুন্নাহ, আপনি একা যে এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু তা অনুধাবনের সময় কি আসে নি? এই যুদ্ধ কেবল আপনাকে আর আপনার দ্বীনকে নির্মূলের উদ্দেশ্যেই। এখনো কি আপনার দ্বীন ও জিহাদের দিকে ফিরে যাওয়ার সময় আসে নি, যাতে

আপনার আপনাদের মর্যাদা, সম্মান, অধিকার ও নেতৃত্ব ফিরে আসে? এখনো কি আপনার এটা উপলব্দি করার সময় আসে নি যে, খিলাফাহ'র ছায়া ব্যতীত আপনার কোন সম্মান, নিরাপত্তা বা অধিকার নেই।

এবং আমরা যখন দেখি যে আহলুস সুন্নাহ'র কিছু পরিবার, নারী আর শিশুরা আশ্রয় নেয় রাফিদা ও নাস্তিকতাবাদী কুর্দি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে তা আমাদের ব্যথিত করে এবং আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করে। তাঁরা তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে, অপমানিত, অসম্মানিত, বাস্তুচ্যুত অবস্থায়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। এই মুসলিমদের বাস্তুচ্যুতি আর অপমানের জন্য দায়ী তাগুত-মুরতাদদের সমর্থনকারী দরবারী আলেমরা, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীরা যারা এই সাধারণ মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করে এবং দাওলাতুল ইসলামকে তাদের সকল সমস্যা ও দুর্ভোগের কারণ হিসেবে উপস্থাপন করে। তারা বলে, "যদি তাঁরা (দাউলাতুল ইসলাম) না থাকত তাহলে তারা শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা আর বিলাসময় জীবন যাপন করত"। তারা ক্রুসেডার, রাফিদা, নাস্তিক আর মুরতাদদের উপস্থাপন করে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান, করুণাময় আর আহলুস সুন্নাহ'র শান্তিপূর্ণ রক্ষাকর্তা হিসেবে! সন্দেহমুক্ত ভাবেই এগুলো ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হে ইরাকের আহলুস সুন্নাহ, বিশেষ করে আমাদের আনবারের ভাইয়েরা, নিশ্চিত থাকুন যে যখন আপনারা আপনাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে রাফিদা আর নাস্তিক কুর্দিদের

এলাকায় আশ্রয় নেন এবং ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ান তখন আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যায়। এবং যদি আপনাদের কোন আত্মীয়-স্বজন আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাফিদা আর ক্রুসেডার দের সাথে মিত্রতা করে মুরতাদ হয়ে যায়, আমরা তাদের অপরাধের জন্য আপানদের দোষী সাব্যস্ত করব না। সুতরাং আপনারা আপনাদের এলাকায় ফিরে আসুন, আপনাদের নিজ বাড়িতে থাকুন, আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর আপনাদের দাউলাতুল ইসলামের ভাইদের কাছে আশ্রয় চান, ইনশাআল্লাহ আপনারা উষ্ণ আলিঙ্গন আর নিরাপদ আশ্রয় পাবেন। কারণ আপনারা আমাদেরই লোক। আমরা আপনাদের জান মাল আর সন্মানের নিরাপত্তা দেব। আমরা চাই আপনারা নিরাপদ, নিরুদ্বেগ, শক্তিশালী আর সম্মানিত হোন এবং আমরা চাই আপনারা জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ পান।

সুতরাং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর আপনাদের দাউলাতুল ইসলামের কাছে আশ্রয় চান। বাস্তবতা দিনের আলোর চেয়েও পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পরেও আপনারা আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন, বিশেষ করে রাফিদারা যখন তাদের আসল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে। তারা আজ জবাই করছে আহলুস সুন্নাহ'র সবাইকে, বাগদাদে এবং অন্যান্য স্থানে। কেউই তাদের কাছ থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা, এমনকি তাদের মিত্ররা, সমর্থকরা, সাহায্যকারীরা, অনুসারীরা এবং মুরতাদ কুকুরেরা - সাহাওয়াত, সেনাবাহিনী, পুলিশ - যারা একসময় আহলুস সুন্নাহ'র অংশ ছিল, দরবারী আলেমদের দ্বারা বিভ্রান্তিত সাধারণ জনতা যারা আল্লাহ্‌র বিধানে শাসিত দাউলাতুল ইসলাম ছেড়ে গিয়েছে, অতঃপর তারা হয়েছে গৃহহীণ,

অপদস্ত, রাফিদাদের নিষ্ঠুরতার ভয়ে ভীত; যেখানে দাউলাতুল ইসলামবাসী মুসলিমরা আছেন শক্তি আর নিরাপত্তার সহিত, নিরাপদে আরামদায়ক জীবন যাপন করছেন একমাত্র আল্লাহর রহমতে, তারা দৈনন্দিন জীবনে তাদের ব্যবসা-পাতি ও জীবিকা অর্জন চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের রবের শরীয়াহ'র অধীনে বসবাসের শোভা উপভোগ করছেন, ওয়ালিল্লাহিল হামদু ওয়াল মিন্নাহ । হে মুসলিমগণ, সুতরাং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার পর দাউলাতুল ইসলামের আশ্রয় চান।

যারা এখনো রাফিদা ও ক্রুসেডারদের সেনাবাহিনী, পুলিশ আর সাহাওয়াত বাহিনীতে রয়ে গেছে তাদের আমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাওবার এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সাহায্য বন্ধ করার আহ্বান জানাই, আল্লাহ যেন তাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের জাহান্নাম থেকে পানাহ দান করেন। তোমরা তাওবার দিকে ছুটে যাও যার দরজা সূর্য পশিম দিক থেকে উদয় হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হবেনা। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই তোমরা তাওবা কর, দুনিয়ার জীবনতো তোমরা হারিয়েছ, আখিরাতের জীবন হারিয়ে ফেল না অন্য কারো দুনিয়াবী জীবনের জন্য। মুজাহিদের হাত তোমাদের কাছে পৌঁছানোর আগেই তোমরা তাওবা কর, কারণ তারপর তাওবার কোন সুযোগই তোমরা পাবেনা এবং তোমারা দুনিয়া-আখিরাত দুটোই হারাবে। তাওবা কর, মুখ ফেরা, নিজ লোকদের কাছে ফিরে আস। তাওবা কর, তোমরা তাদেরকে দয়ালু হিসেবে পাবে। তোমাদের তাওবা আমাদের কাছে তোমাদের হত্যা বা বিতাড়ণের চেয়ে প্রিয়। তাওবা কর, আমরা দুর্বলতা থেকে তোমাদের আহ্বান করছিনা। বরং আমাদের তরবারী তোমাদের

গলার অতি নিকটে। যদি তোমরা তাওবা কর আমাদের কাছ থেকে কল্যাণ আর দয়া ছাড়া কিছুই পাবেনা।

হে দাউলতুল ইসলামের সৈনিকগণ, দৃঢ় হোন, নিশ্চয়ই আপনারা হক্বের উপর আছেন। ধৈর্য্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চান, কারণ বিজয় আসে ধৈর্য্যের মাধ্যমে এবং ধৈর্য্যশীলরাই সফল। ধৈর্যশীল হন, কারণ ক্রুসেডাররা রক্তাক্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, রাফিদারা ভীতসন্ত্রস্ত, ইহুদীরা আতঙ্কিত এবং ভীতবিহ্বল। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনাদের শত্রুরা দুর্বলতর এবং ক্রমশ তারা দুর্বলতর হচ্ছে, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনারা শক্তিশালী হয়েছেন এবং আমরা তা বলছি দম্ভোক্তি ছাড়াই এটা বলছি, আপনারা ক্রমশ সবলতর হচ্ছেন। সুতরাং ধৈর্যশীল হউন, কারণ তা কল্যাণদ্বয়ের একটি, আর প্রাণ তো একটিই, সুতরাং তা সস্তায় কুরবানী করুন। আল্লাহ (ﷻ) বলেন, {আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।} [সুরা আত-তাওবাহ: ১১১]

তাদের প্রশংসা না করে বক্তব্য শেষ করছিনা যারা আকিদার সাহসী সিংহ, খিলাফার সৈনিকগণ, যারা বাগদাদের উত্তর আর দক্ষিণে আছেন, উত্তপ্ত

কয়লাধারী, পাথরের চেয়ে দৃঢ়, রাফিদাদের দুর্গে তাদের নিয়মিত অপদস্থকারী, আপনারা কতো মহান! আপনারা কতো মহান! আমরা আপনাদের একজনকে হাজার জনের সমান মনে করি। মুসলিমগণ আপনাদের মহান কর্ম সম্পর্কে এবং রাফিদাদের উপর যে ত্রাস আপনারা সৃষ্টি করছেন তার ব্যাপারে উদাসীন হতে পারেন কিন্তু আল্লাহ্‌ই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া বা আসমানের কোন কিছুই লুকানো নেই।

এবং আমি বাহবা জানাই তাওহীদপন্থী সাহসী পুরুষ, ইসলামের বীর পুরুষ, মুহাজির এবং আনসারদের অন্তর্গত উত্তরে বিদ্যমান আহলুস সুন্নাহর দুর্গ বেইজীর অকুতোভয় মুজাহিদিন এবং কিরকুকের মুজাহিদিনদের যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ কাফির রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে এবং যারা প্রমাণ করেছে যে, দাওলাতুল ইসলামের বুট জুতা সবচেয়ে শক্তিশালী, তাদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে দৃঢ়। তারা তাদের রক্ত ও মৃতদেহ এর প্রমান স্বরুপ তুলে ধরেছে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষার্থে তাদের আত্মা সুলভে বিসর্জন দিয়েছে। তারা আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার ইহুদী আর খৃষ্টান ক্রুসেডারদের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার করেছে। তাদের কাপুরুষতা তাদের পিঠে বোঝা হয়ে দাড়িঁয়েছে, আর ভীতি তাদের শয্যা পিষে ফেলেছে। আপনারা কতো মহান! আপনারা কতো মহান! আপনারা প্রমাণ করেছেন যে, যতদিন মুসলিমগণ কুরআন আর তলোয়ার আঁকড়ে ধরে থাকবে যে ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) আদিষ্ট হয়েছিলেন, ততদিন তারা পরাজিত হবে না। দৃঢ়তা অবলম্বন করুন, আমি আপনাদের জন্য কোরবান হই, দৃঢ়তা

অবলম্বন করুন, কারণ রাফিদা এবং ইরাকে এর মিত্রদের উপর আপনাদের হামলা কেবল ক্রুসেডারদের রক্তক্ষরণ আর খিলাফাহ'র ভিত্তিকে মজবুতই করবে না, বরং শামে নুসাইরিয়্যা আর ইয়েমেনে হাউথীদের পতন ঘটাবে।

এবং আমি আল আনবারে হামলাকারী আল ওয়ালা আল বারা অবলম্বনকারী সিংহ পুরুষদের বাহবা জানাই যারা মুরতাদদের দখল চূর্ণ করেছে। তাদের অবমানা ও তিক্ততা গিলতে বাধ্য করেছে। তাদের ছত্রভঙ্গ করে বহিষ্কার করেছে এবং যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের সহায়তা সত্ত্বেও মুরতাদদের চোখ আর রাফিদাদের গলার সামনে থেকে আল আনবারকে দখল মুক্ত করেছে। আপনি কতো মহান! আপনি কতো মহান! আপনি পুরো পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সম্মান আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং মুমিনদের জন্য। দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। আপনি কতো মহান! আপনার পরবর্তী লক্ষ্য বাগদাদ আর কারবালা, ইনশাআল্লাহ।

এবং আমি সাধুবাদ জানাই খিলাফাহ'র সিংহ, সিনাই উপদ্বীপের শক্তিশালী তাওহীদপন্থীদের, যারা শান্তিবাদে বিশ্বাসী নয় বরং সম্মান, মর্যাদা ও মানবতার পথে চলতে বিশ্বাসী। তারা অপমান ও অধীনতা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাদের দ্বীনের জন্য তাদের জীবন এবং রক্ত উৎসর্গ করেছে। আপনি কতো মহান! আপনি কতো মহান! আমরা আপনাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করি যাদের কথা আপনাদের

রব বর্ননা করেছেন। {মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।}[আল আহযাব:২৩]। আমরা আপনার ব্যাপারে তদ্রুপ মনে করি এবং আল্লাহই আপনার বিচারক। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন, আমরা আপনাকে আল কুদসে খুব শীঘ্রই দেখতে পাই। আল্লাহর জন্য আপনার এটুকু কাজ যথেষ্ট যে, ইহুদীদের শয্যায় ত্রাসের সঞ্চার করে তা চূর্ণ বিচূর্ণ করবে।

রাক্কা, মসুল, হালাব, দিজলাহ, আল ফুরাত, আল জাজিরাহ, আল বারাকাহ, আল খাইর, হোমস এবং হামাহ'র অন্তর্গত খিলাফাহ'র সিংহদের বাহবা জানাই। আপনারা কতো মহান!

হে ইসলামের বীর পুরুষেরা! আপনারা কতো মহান!

আপনারা আল মালাহিমের সাক্ষ্য বহন করছেন এবং ইসলামের গৌরব ফিরিয়ে আনছেন। ধৈর্য্য ধারণ করুন, দৃঢ়তা অবলম্বন করুন এবং সতর্ক হোন, কারণ আল্লাহর দুশমনেরা অগ্রসর হচ্ছে। হুংকার ছাড়ছে, সংখ্যাবৃদ্ধি করছে এবং মসুলবাসীদের সন্ত্রস্ত করছে। তবে আমরা মনে করি মসুলের পূর্বে তারা রাক্কা আর হালাবে অভিযান চালাবে। তাই সাবধান!

এবং দামেস্ক ও দিয়ালার ধৈর্য্যশীল, দৃঢ় খিলাফাহ'র সিংহপুরুষ যোদ্ধাদের বাহবা জানাই। আপনারা কতো মহান! আপনারা কতো মহান! আপনাদের মতো মানুষ যে জাতিতে আছে তাদের কখনো পরাজিত করা যাবে না।

আমি খিলাফাহ'র সৈন্য; লিবিয়া, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার সাহসী পুরুষদের প্রশংসা করছি। আপনারা কতো মহান! আপনারা কতো মহান! দৃঢ় হোন আর ধৈর্য্য ধারণ করুন, কারণ শেষ পরিণতি আপনাদের পক্ষেই হবে, ইনশাআল্লাহ।

আর আমি বাহবা জানাই, খোরাসান ও পশ্চিম আফ্রিকার দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনদের। তাদের বায়াতের জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই। আল্লাহর কাছে তাদের দৃঢ়তা দান এবং তাদের বিজয় ও সংহতির জন্য দোয়া করি। আপনারা কতো মহান!

ইয়েমেনের খিলাফাহ'র সৈন্যদের আমি বাহবা জানাই। তাদের অগ্রাভিযানের জন্য তাদের অভিনন্দন জানাই এবং ভবিষ্যতে এরূপ আরও দেখার প্রত্যাশায় রইলাম। তারা কতো মহান!

সর্বত্র মুরতাদ শাসকদের কারাগারে বন্দী ভাইদের উল্লেখ করতে ভুলবো না। আপনাদের একদিনের জন্যও ভুলি নি আর কখনও ভুলবো না, ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, কোন শক্তি ব্যবহারে কার্পণ্য করব না। কোন চেষ্টা বা সুযোগ হাতছাড়া করব না, যতক্ষণ না আপনাদের শেষ জনকে মুক্ত করে আনি, ইনশাআল্লাহ। তাই ধৈর্য্য ধারণ করুন, দৃঢ় হোন। বিশেষ করে, আল সালুলের

কারাগারে অন্তরীন ইলম অন্বেষণকারীদের কথা উল্লেখ করছি। আল্লাহ যেন আল সালুল আর তাদের সমর্থকদের লাঞ্ছিত করেন।

হে কিতাব নাযিলকারী, হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, (ইসলামের শত্রু) দলসমূহকে পরাভূত করুন, পরাস্ত করুন এবং তাদের প্রকম্পিত করুন। হে আল্লাহ, আমেরিকা এবং তার দোসর ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদা, মুরতাদ এবং নাস্তিকদের শায়েস্তা করুন। হে রব, তাদের সম্পদ নিঃশেষ করুন এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, যাতে কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহসমূহ এবং যাবতীয় বিষয়ে আমাদের অতিরঞ্জন ক্ষমা করুন আর আমাদের দৃঢ়পদ করুন। কাফেরদের উপর আমাদের বিজয়ী করুন করুন। আর আমাদের শেষ কথা হল, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।